তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৩৪

**সনদ সর্বস্ব ও নিরানন্দ শিক্ষা  ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে  
 -- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, সরকার  সনদ সর্বস্ব, পরীক্ষা নির্ভর ও নিরানন্দ শিক্ষা ব্যবস্থার  পরিবর্তনে কাজ করছে এবং  মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিবর্তনের বিষয়ে ভাবছে। তিনি বলেন, জিপিএ পাওয়া মেধা যাচাইয়ের একমাত্র পদ্ধতি হতে পারে না। তাই মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিবর্তন জরুরি।

মন্ত্রী আজ বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড কমিটি ও দৈনিক সমকাল আয়োজিত জাতীয় জীববিজ্ঞান উৎসব ২০২১ এর জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আমরা অতীতের শিল্পবিপ্লবগুলো থেকে উল্লেখযোগ্য সুবিধা নিতে পারেনি তাই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আমরা সফল অংশীদার হতে চাই। পাশাপাশি ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের যথাযথ সুফল আমরা নিতে পারিনি। তাই আগামী ১০ বৎসরে  আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুফল নিতে হবে।  ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সফল অংশীদার হতে হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই'। তাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন জরুরি। এ লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের সভাপতি ড. মোহম্মদ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া ও দৈনিক সমকালের সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি প্রমুখ।

#

খায়ের/পাশা/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৩৩

**করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত আরো ২০০ ক্রীড়াবিদকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) :

করনায় ক্ষতিগ্রস্ত আরো ২০০ ক্রীড়াবিদকে  আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে সরকার। আজ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত অনাড়ম্বরপূর্ণ এক অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য বিধি মেনে  আর্থিক সহায়তার এ চেক বিতরণ করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল। প্রত্যেক অসহায় ক্রীড়াবিদকে ৭ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়।

চেক বিতরণকালে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘করোনা দুর্যোগের শুরু থেকেই আমরা আমাদের ক্রীড়াবিদ,  ক্রীড়া সংগঠকদের মানবিক  সহায়তা করার চেষ্টা করে আসছি।  ইতোমধ্যে আমরা পাঁচ হাজারেরও অধিক ক্রীড়াবিদকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছি। আজ আমরা করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত আরো ২০০ ক্রীড়াবিদকে আর্থিক সহায়তা করছি। আমরা বিভিন্ন ক্রীড়া  ফেডারেশন, ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সাংবাদিক সংগঠনের মধ্যে  স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীও বিতরণ করেছি। আমরা ৮টি বিভাগীয় ও ৬৪টি জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাধ্যমে  প্রায় সোয়া দুই কোটি টাকার চেক বিতরণ করেছি”। সরকারের এ মানবিক সহায়তা কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আখতার হোসেন, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মাসুদ করিমসহ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২০০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৩২

**রাজশাহী বিভাগে করোনাকালিন সরকারি সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত**

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) :

রাজশাহী  বিভাগে করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারের বিভিন্ন ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগের বিভিন্ন জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা ও ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় গরিব, অসহায়, দুস্থ দিনমজুরসহ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন  জেলার জেলা  ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়  কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ১ লাখ ৪৬ হাজার ৬৬৪ পরিবারের মাঝে  ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে নগদ অর্থ সহায়তা খাতে  এ পর্যন্ত ২৮ হাজার  ৫৫০  হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৪২ লাখ ৭৫ হাজার  টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ১ লাখ ১৮ হাজার ৯৪ পরিবারের মাঝে ৫ কোটি ৩১  লাখ ৪২ হাজার ৩০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।এ জেলায় ৩৩৩ নম্বরে কল গ্রহণ করে   ৬০৯ পরিবারকে ত্রাণ দেয়া হয়েছে।

সিরাজগঞ্জ  জেলায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত  ৩ লাখ ৮ হাজার ২৬৯ পরিবারকে  মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। জিআর (ক্যাশ) খাতে ২ কোটি ৫৭ লাখ টাকা ৫১ হাজার ৪০০ পরিবারের  মাঝে এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১১ কোটি   ৪৮ লাখ ৯ হাজার ৮৫০  টাকা  ২ লাখ ৫৫ হাজার ১৩৩ পরিবারের  মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া  গো-খাদ্য ও শিশু খাদ্য  হিসেবে  ৯ লাখ করে ১৮ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা বিতরণ করা হচ্ছে। এ জেলায় ৩৩৩ নম্বরে কল গ্রহণ করে ৩৭৭ পরিবারকে ত্রাণ দেয়া হয়েছে।

জয়পুরহাট জেলায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের মানবিক সহায়তা  কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত  ১ লাখ ১১ হাজার ৭৭৫ পরিবারকে  মানবিক   সহায়তা   প্রদান করা হয়েছে। জিআর (ক্যাশ) খাতে   ১ কোটি ১ লাখ ৭৪ হাজার  টাকা ২০ হাজার ৩৪৮ পরিবারের   মাঝে  বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে ৩ কোটি   ৮৫ লাখ ৬৩ হাজার ৬৫০  টাকা  ৮৫ হাজার ৬৯৭ পরিবারের   মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া  গো-খাদ্য ও শিশু খাদ্য  হিসেবে   ৫ লাখ করে ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং বিতরণ করা হচ্ছে।

নওগাঁ জেলায় করোনা ভাইরাস  মোকাবেলায় সরকারের  মানবিক সহায়তা  কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত  ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯২৯ পরিবারকে  মানবিক   সহায়তা   প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ হাজার ২৫০  পরিবারের মাঝে ৩০৫ মেট্রিক টন চাল বিতরণ  করা হয়েছে।  ১ হাজার ৪০০   পরিবারকে  নগদ ৯ লাখ ৬৩ হাজার ৫০০ টাকা   প্রদান করা হয়েছে। কোভিড ২য় ঢেউ এর বিশেষ ত্রাণ ৫৭ হাজার ২৫০ পরিবারের মাঝে ২ কোটি ৮৬ লাখ ২৫ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে।  ভিজিএফ  আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায়  ১ লাখ ৮৬ হাজার ৯৫৯ পরিবারের মাঝে  ৮ কোটি ৪১ লাখ ৩১ হাজার ৫৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ১০ টাকা কেজি দরে ১ লাখ ১৮ হাজার  ৯২৮ পরিবারের মাঝে  ১৭ হাজার ৭৯৫ মেট্রিক টন চাল   বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, করোনায় গবাদি  পশুকে বাঁচিয়ে রাখতে এ জেলায় ৭ লাখ টাকা গো-খাদ্য এবং ৪ লাখ টাকা শিশু খাদ্য হিসেবে   বিতরণ করা হয়েছে ।

পাতা-২

রাজশাহী  জেলায়  কোভিড-১৯ মোকাবেলায়  এ পর্যন্ত ২ লাখ ১৯ হাজার ৮৩৯ পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫২ হাজার ৭০৫ পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ  ২ কোটি ৪৯ লাখ ৩৫ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে । ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ১ লাখ ৫৫ হাজার ৭৯০ পরিবারের মাঝে ৭ কোটি ১০ লাখ ৫ হাজার ৫০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ জেলায় ৩৩৩ নম্বরে কল গ্রহণ করে ৩৪৪ পরিবারকে ত্রাণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া, এ জেলায় ৯ লাখ টাকা গো-খাদ্য এবং ৯ লাখ টাকা শিশু খাদ্য হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

নাটোর জেলায় করোনার মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে   বিভিন্ন হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৫৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা ৩১ হাজার ১৫০ পরিবারের  মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় ভিজিএফ সহায়তা (নগদ) অর্থ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৪৩ লাখ ৭৪ হাজার ৪০০ টাকা ১ লাখ ২০ হাজার ৮৩২   দুস্থ, অসহায় পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে।  এ জেলায় ৩৩৩ নম্বরে কল গ্রহণ করে ১১৬ পরিবারকে ত্রাণ দেয়া হয়েছে।

বগুড়া  জেলায় জিআর (ক্যাশ) খাতে  ২ কোটি ৯৫ লাখ   টাকা ৪৮ হাজার ৯০০ পরিবারের  মাঝে এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৯ কোটি   ৮৩ লাখ ৩৪ হাজার ৪৫০  টাকার  মধ্যে ৫০ লাখ ৮৫ হাজির ৭৫০ টাকা  ২ লাখ ১৮ হাজার ৫২১ পরিবারের  মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া  গো খাদ্য হিসেবে  ১২ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা অচিরেই বিতরণ হবে। এ জেলায় ৩৩৩ নম্বরে কল গ্রহণ করে ৬৬৪ পরিবারকে ত্রাণ দেয়া হয়েছে।

পাবনা   জেলায় করোনা ভাইরাস  মোকাবিলায় সরকারের  মানবিক সহায়তা  কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত  ২ লাখ ৩৬ হাজার ৪৫৭ পরিবারকে  মানবিক   সহায়তা   প্রদান করা হয়েছে। জিআর (ক্যাশ) খাতে  ২ কোটি   ২৬ লাখ ৬০ হাজার  টাকা ৪৪ হাজার ১২০ পরিবারের  মাঝে এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে ৮ কোটি   ৫২ লাখ ৩৩ হাজার ৬০০  টাকা ১ লাখ ৮৯ হাজার ৪০৮ পরিবারের   মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এ জেলায় ৩৩৩ নম্বরে কল গ্রহণ করে ৭৭২ পরিবারকে ত্রাণ দেয়া হয়েছে।

#

মারুফ/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৩১

**ইনোভেশন সেন্টার স্থাপনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং**

**বিজিএমইএ এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত**

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) :

evsjv‡`k GjwWwm †\_‡K Dbœqbkxj ‡`‡k DËi‡Yi wZbwU gvb`‡ÐB †hvM¨Zv AR©b K‡i‡Q| Avkv Kiv hvq, 2026 mv‡j evsjv‡`k Dbœqbkxj ‡`‡k DbœxZ n‡e| GjwWwm ÷¨vUvm ‡\_‡K DIi‡Y evsjv‡`k‡K wKQy P¨v‡jÄ ‡gvKvwejv Ki‡Z n‡e| eZ©gv‡b GjwWwm wn‡m‡e evsjv‡`k ‡¯úkvj GÛ wWdv‡ibwkqvj wU«U‡g›Umn ‡ek wKQy myweav Dc‡fvM Ki‡Q ‡h¸‡jv Dbœqbkxj ‡`‡k DËi‡Yi ci cªZ¨vnvi Kiv n‡e| ißvwb eûgyLxKiY I ißvwb ‡¶‡Î m¶gZv e„w×‡Z evwYR¨ gš¿Yvj‡qi Wweøy&DwUI ‡mj WweøDwUI-Gi Enhanced Integrated Framework (EIF) Kg©m~wPi AvIZvq ÔExport Diversification and Competitiveness Development Project (Tier-II)Õkxl©K GKwU c«Kí M«nY K‡i‡Q| G cªK‡íi AvIZvq High-End Readymade\Garments Gi Drcv`b m¶gZv e…w×i j‡¶¨ evsjv‡`k ‡cvkvK c«¯‘ZKviK I ißvwb KviK mwgwZ (wewRGgBG)-Gi mv‡\_ ‡hŠ\_fv‡e ÔCentre of Innovation, Efficiency & Occupational Health & Safety (OSH)Õ bv‡g GKwU ÔB‡bv‡fkb ‡m›UviÕ ¯’vcb Ki‡Z hv‡”Q|

AvR evwYR¨ gš¿x wUcy gybwki Dcw¯’wZ‡Z evwYR¨ gš¿Yvj‡qi m‡¤§jb K‡¶ WweøDwUI ‡mj, evwYR¨ gš¿Yvjq Ges wewRGgBG Gi g‡a¨ GKwU mg‡SvZv ¯§viK ¯^v¶wiZ nq|

gš¿x e‡jb, ‡cvkvK wkí ïay A\_©bxwZi jvBd jvBbB bq, bvix i¶gZvq‡bI AMªYx f~wgKv ivL‡Q, gvby‡li Rxeb e`‡j w`‡q‡Q| GB wkí LvZ ‡\_‡K eZ©gv‡b ‡h cwigvY ißvwb Kiv n‡q \_v‡K nvB-GÛ d¨vkb I ÷vB‡ji GKB cwigvY cY¨ ißvwb K‡i c«vq wØ¸Y ‰e‡`wkK gy`ªv AR©b Kiv m¤¢e| wZwb Avkvev` e¨³ K‡ib ‡h, WweøDwUI ‡mj, evwYR¨ gš¿Yvjq I wewRGgBG Gi g‡a¨ ¯^v¶wiZ G mg‡SvZv ¯§viK Mv‡g©›Um wk‡íi ‡mB Kvw•ÿZ j‡¶¨ ‡cuŠQv‡bv‡K mnRZi Ki‡e Ges evsjv‡`k DËi‡Ëvi A\_©‰bwZK mg…w×i c‡\_ `ªæZ GwM‡q hv‡e|

Abyôv‡b cªavb AwZw\_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb evwYR¨ gš¿x wUcy gybwk m¤§vwbZ AwZw\_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb dviæK nvmvb, †cÖwm‡W›U, wewRGwgBG Ges D³ Abyôv‡b mfvcwZZ¡ K‡ib evwYR¨ gš¿Yvj‡qi wmwbqi mwPe W. ‡gvt Rvdi DÏxb| GQvov Dcw¯’Z wQ‡jb evwYR¨ gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb mKj `ßi, ms¯’v c«avb Ges G gš¿Yvj‡qi mKj wmwbqi Kg©KZ©ve…›`| G Abyôv‡b ‡R‡bfv ‡\_‡K fvP©yqvwj ‡hvM ‡`b W. iZœvKvi AwaKvix wbe©vnx cwiPvjK, BAvBGd| GQvovI fvBm ‡Pqvig¨b, ißvwb Dbœqb ey¨‡iv, AwZwi³ mwPe, ißvwb AbywefvM evwYR¨ gš¿Yvjq, ‡Pqvicvm©b, evsjv‡`k cÖwZ‡hvwMZv Kwgkb|

#

eKmx/cvkv/iwdKzj/†iRvDj/2021/2000 NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৩০

**নবনিয়োগপ্রাপ্ত প্রকৌশলীদের অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের নির্দেশ স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর**

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) :

রাষ্ট্র কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য নবনিয়োগপ্রাপ্ত প্রকৌশলীদের নির্দেশ দিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম। কর্তব্য পালনে অবহেলা মেনে নেয়া হবে না বলেও জানান মন্ত্রী ।

আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-এলজিইডিতে নবনিয়োগ প্রাপ্ত ২৬০ জন সহকারী প্রকৌশলীদের যোগদানের পর ওরিয়েন্টেশনের উদ্বধোনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন ।

মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, পদ্মা সেতু চালু হলে দক্ষিণাঞ্চলে অসংখ্য শিল্প-কলকারখানা গড়ে উঠবে এতে করে দেশের জিডিপি এক শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। দেশে একশো টি ইকনোমিক জোন করা হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন এসবের কারণে দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে । লক্ষ্যে পৌঁছানো সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

ভালো কাজের পুরস্কার এবং খারাপ কাজের জন্য তিরস্কারের নীতি অনুসরণের কথা জানিয়ে স্ব স্ব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণ করাই জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী । তিনি বলেন, পদোন্নতির জন্য কাজ নয় বরং ভালো কাজ করে পদোন্নতি পাওয়ার অধিকারী হতে হবে। নিয়োগপ্রাপ্তদের দেশ উন্নয়নের কান্ডারি উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, দেশকে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের শিখরে নিতে হলে কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ সবাই মিলে একসাথে দেশের জন্য কাজ করতে হবে।

তিনি বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে । কাজ আরম্ভ করে দীর্ঘদিনে সম্পন্ন না করে মানুষের জন্য দুর্ভোগ সৃষ্টি করা কোন ভাবেই কাম্য নয়। মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের চলমান ও সমাপ্ত কাজ যাচাই বাছাই করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ইতোমধ্যে একটি টিম গঠন করা হয়েছে। এলজিইডির নিজস্ব তদন্ত টিমের পাশাপাশি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত টিমও নিবীড়ভাবে কার্যক্রম তদন্ত করবে ।

এর আগে, মন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করেন।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর- এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশিদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ। এছাড়া, স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মেজবা উদ্দিন, এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীবৃন্দসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪২৯

**'ইয়াস' মোকাবিলায় কন্ট্রোল রুম চালুসহ ৮ নির্দেশনা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের**

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) :

ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস' মোকাবিলায়  কন্ট্রোল রুম চালুসহ ৮ নির্দেশনা দিয়েছেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। গতকাল (২৩মে) ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস' মোকাবেলায় দিকনির্দেশনা প্রদানে মন্ত্রণালয়ে সভাকক্ষে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মতে, ‘ইয়াস” এর পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহে কন্ট্রোল রুম চালু করেছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (ফোন নম্বর ০১৩১৮২৩৪৫৬০)।

নির্দেশনামতে, ২৪ মের উপকূলাঞ্চলের বাধসহ সার্বিক পরিস্থিতি পরিদর্শন করে মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট প্রেরণ করতে হবে। ব্যবস্থা রাখতে হবে প্রয়োজনীয় বালু, জিও ব্যাগ এবং জরুরি শ্রমিক। বিতরণের ব্যবস্থা রাখতে হবে মাস্ক, খাবার স্যালাইন ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট। সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার ৮টি পোল্ডার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য থাকতে হবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। লোকজন সরিয়ে নিতে প্রয়োজনমতো নৌযান ব্যবস্থা থাকতে হবে। করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

এছাড়া, সার্বক্ষণিক কর্মস্থলে উপস্থিত থাকতে হবে মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। কোথাও ক্ষয়ক্ষতির খবর পেলে জেলা প্রশাসক ও জেলা পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিত করতে হবে। মাঠ পর্যায় কর্মকর্তাগণ ও কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বরত কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, জনগণ এবং মিডিয়ার সাথে সমন্বয় করে পানি উন্নয়ন বোর্ডকে কাজ করতে হবে।

এ বিষয়ে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী কর্নেল (অব.) জাহিদ ফারুক বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় 'ইয়াস'সহ যেকোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে বরিশাল ও খুলনা এলাকায় লক্ষাধিক জিও ব্যাগ মজুদ রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রকৌশলীগণ আঞ্চলিক তথ্যকেন্দ্র খোলাসহ জীবন-সম্পদ রক্ষায় সতর্কভাবে কাজ করছে।"

#

আসিফ/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪২৮

**চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারি ত্রাণ বিতরণ চলমান**

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) :

চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় করোনা মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া গরিব, অসহায়, দুস্থ, দিনমজুরসহ হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

চট্টগ্রাম জেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ১১ কোটি ৪৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১০৩,৮৭৫টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ৫ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার সুফল ভোগ করেছে ৫,১৯,৩৭৫ জন প্রান্তিক, কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৮ কোটি ২৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ৯৫০ টাকা যার পুরোটাই এ পর্যন্ত ১,৮৩,০৩১টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৬৫ লক্ষ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৭,৬২৫টি প্রান্তিক পরিবারের মাঝে ৬১ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ চট্টগ্রাম জেলায় বরাদ্দকৃত ১৫ লক্ষ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১৬৭টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ৫ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় এ পর্যন্ত ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২,৬০৫টি পরিবার।

কক্সবাজার জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৪ কোটি ১২ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ২ কোটি ১৩ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা ৪৩,৩৫৭ টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৭ কোটি ৮৬ লক্ষ ২৭ হাজার ১৫০ টাকার পুরোটাই বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ১,৭৪,৭২৭ টি প্রান্তিক পরিবার ও ৮,০৬,৫৭৪ জন মানুষ। তাছাড়া এ জেলায় ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ পেয়েছে আরো ১,৩৬৮টি পরিবার। জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৮ লক্ষ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১,৫২২টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ৭ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৮ লক্ষ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১,৩১৩টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ৭ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

রাঙ্গামাটি জেলায় জিআর(ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ৩১,৫০০ পরিবার ও ১,২১,৯০৫ জন প্রান্তিক কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জেলায় বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯০০ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে ৩১,৫০২টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ১০ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার বিতরণ প্রক্রিয়া অচিরেই শুরু হবে।

খাগড়াছড়ি জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা (জিআর ক্যাশ) খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৩৪ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ২২,৯০০টি কর্মহীন পরিবারের মাঝে ১ কোটি ১৫ লক্ষ ০৫ হাজার ৭৩০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ২৫ হাজার ১৫০ টাকার পুরোটাই ৩৩,২৬৭ টি দুস্থ অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৫৯৮টি পরিবার।

বান্দরবান জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৯৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৮৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ১৭,৪১৪টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে জেলাটিতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২ কোটি ৬৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯০০ টাকা যার পুরোটাই এ যাবৎ ৫৯,০৮২টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৭ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৭ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে ১৩২টি পরিবার। তাছাড়া জেলাটিতে ১৪২৮টি অসহায় দরিদ্র পরিবারের মাঝে ১৪২৮ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

পাতা-২

লক্ষ্মীপুর জেলায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে ১ কোটি ৯১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে অদ্যাবধি ৩২,৪৯৭টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় ভিজিএফ সহায়তা (নগদ) অর্থ খাতে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫৫০ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে ৭৫,০৫৯ টি দুস্থ, অসহায় পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ৩,৭৫,২৯৫ জন প্রান্তিক মানুষ। এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ০৯ লক্ষ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ০৫ লক্ষ টাকা বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ লক্ষ্মীপুর জেলায় ১৩ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা শীঘ্রই বিতরণ করা হবে।

নোয়াখালী জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৩৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৫১,৫০০ প্রান্তিক অসহায় পরিবারের মাঝে ২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৭ কোটি ৫৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮৫০ টাকা যার পুরোটাই অদ্যাবধি ১,৬৭,৭৫৩টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৫৮৯টি পরিবার। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

ফেনী জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৬৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার মধ্যে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ২৩,৮০০ টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৬৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার পুরোটাই ৩৬,৮০০টি প্রান্তিক হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ফেনী জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৬ লক্ষ টাকা ইতোমধ্যে ৬০০ দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ জেলায় বরাদ্দকৃত ৬ লক্ষ টাকার বিতরণ প্রক্রিয়া অচিরেই শুরু হবে। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৬০০টি পরিবার।

কুমিল্লা জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ১১ কোটি ৩০ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৫ কোটি ৪৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা ১,০৬,৯৯০টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৮ কোটি ৬০ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার পুরোটাই ১,৯১,১৪০টি প্রান্তিক অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৪২ লক্ষ টাকার মধ্যে ইতোমধ্যে ৩০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ৬,১৮০টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ১৭ লক্ষ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৩২৮ টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ৪ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। কুমিল্লা জেলায় শুকনো খাবার বাবদ বরাদ্দকৃত ১০০০ প্যাকেটের মধ্যে এ পর্যন্ত ১৫৪ প্যাকেট ১৫৪ দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২৮২০টি পরিবার।

চাঁদপুর জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে ৫ কোটি ১৮ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে এ পর্যন্ত ২ কোটি ৬০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ৫২,০৫০টি প্রান্তিক দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ ৫১ হাজার ২৫০ টাকা ১,০১,২২৫ টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় খাতে ৮ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় খাতে আরো ৮ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ১৫টি পরিবার।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৮৬ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকার মধ্যে ২ কোটি ৮৩ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা ৫৮,৭৪৬টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৬ কোটি ১১ লক্ষ ১৯ হাজার ৯০০ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে ১,৩৫,৮২২টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২৩০টি পরিবার। তাছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৯ লক্ষ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৭৫৪টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ৬ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৯ লক্ষ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১৭০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ২ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য অফিসারদের মাধ্যমে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে এসব জানা গেছে।

#

ফয়সল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪২৭

**খুলনা বিভাগে করোনাকালীন সরকারি ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত**

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) :

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণজনিত রোগ কোভিড-১৯ মোকাবিলার অংশ হিসেবে চলমান বিধিনিষেধের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছে সরকার।  তারই অংশ হিসেবে খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় আজ গরিব, অসহায়, কর্মহীন এবং দুস্থ মানুষের মাঝে সরকারি ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলায় কর্মহীন, অসহায় ও দুস্থ ৬ শত পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। আজ (সোমবার) সকালে খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হেলাল হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে এই ত্রাণসামগ্রী  বিতরণ করেন। খাদ্যসহায়তার মধ্যে ছিলো চাল, আলু, ডাল, সবজি ও মাছ।

যশোর জেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে ৬১ হাজার পরিবারের মাঝে ৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৩ লাখ ১০ হাজার ৭ শত ৯৮ টি পরিবারের মাঝে ১৩ কোটি  ৯৮  লাখ ৫৯ হাজার ১ শত টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, ১ হাজার ২ শত পরিবারের মাঝে শিশু খাদ্যের জন্য নগদ ৬ লক্ষ টাকা  এবং  ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ২ হাজার ৪ শত টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

বাগেরহাট জেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে ৪০ হাজার  ৬ শত ৫০ টি পরিবারের মাঝে ২ কোটি  ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১ লাখ ৭২ হাজার ৮ শত ৯৯ টি পরিবারের মাঝে ৭ কোটি ৭৮ লাখ ৪ হাজার ৫ শত ৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও  ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ২ শত ৩৯ টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

সাতক্ষীরা জেলায় এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ ৪৫ হাজার ৯ শত ২৪ টি পরিবারের মাঝে ২ কোটি ২৯ লাখ ৬২ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ২ লাখ ৮৭ হাজার ৩ শত ৪০ টি পরিবারের মাঝে ১২ কোটি ৯৩ লাখ ৩ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, ৩ শত ৮ টি পরিবারের মাঝে শিশু খাদ্যের জন্য নগদ ১ লক্ষ টাকা এবং ১ শত ৯ টি পরিবারের মাঝে গোখাদ্য হিসেবে নগদ ১ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।  ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ৯৭ টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে  ২৩ হাজার  ৬ শত ৬৮ টি পরিবারের মাঝে ১ কোটি  ৭ লাখ ৬৩ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৫৩ হাজার ৮ শত ২৫ টি পরিবারের মাঝে ২ কোটি ৪২ লাখ ২১ হাজার ২ শত ৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও  ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ৪ শত ৬০ টি পরিবারের ২ হাজার ৩ শত জনকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

নড়াইল জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ ২৪  হাজার  ৯ শত ৫৪ টি পরিবারের মাঝে ১কোটি  ২০ লাখ ৯৩ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৭৬ হাজার ৭৮ টি পরিবারের মাঝে ৩ কোটি  ৪২  লাখ ৩৫ হাজার ১ শত টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ২ হাজার ৭৭ টি পরিবারের মাঝে শুকনো খাবারের প্যাকেট এবং ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ৩০টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

মেহেরপুর জেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে ১৩ হাজার  ২ শত ৫০ টি পরিবারের মাঝে ৬২ লাখ ৬২ হাজার ৫ শত টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১৫ হাজার ২ শত ৫০ টি পরিবারের মাঝে ৬৮ লাখ ৬২ হাজার ৫ শত টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও  ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ১৫ টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ত্রাণ হিসেবে ৮২ টি পরিবারের ৪ শত ১০ জন সদস্যের মাঝে নগদ ৬১ হাজার ৫ শত টাকা  বিতরণ করা হয়।

মাগুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ত্রাণ হিসেবে ২ শত টি পরিবারের ১শত ৬২ জন সদস্যের মাঝে  ৫ শত টাকার মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য অফিসারদের মাধ্যমে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে এসব জানা গেছে।  
#

দীপংকর/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪২৬

**কোভিড**-**১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৭ হাজার ৬৮৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৪৪১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৭ লাখ ৯০ হাজার ৫২১ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ২৫জন-সহ এ পর্যন্ত ১২ হাজার ৪০১ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭ লাখ ৩১ হাজার ৫৩১ জন।

#

হাবিবুর/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪২৫

**কানাডা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এম এ আহাদের মৃত্যুতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) :

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, কনিষ্ঠতম বাকশাল সদস্য ও কানাডা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এম এ  আহাদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ চট্টগ্রামের এভারকেয়ার হাসপাতালে এম এ আহাদের ইন্তেকালের সংবাদে তথ্যমন্ত্রী প্রয়াতের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ মুক্তিযুদ্ধ ও রাজনীতিতে প্রয়াত এম এ আহাদের অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে তাঁর শোকবার্তায় বলেন, এনআরবি গ্লোবাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ও মরহুম জননেতা জহুর আহম্মদ চৌধুরীর মেয়ের জামাতা এম এ আহাদের কল্যাণকর কাজ তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে।

#

আকরাম/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪২৪

**প্রকল্পের ফলাফলের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে**

**-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, “গবেষণাধর্মী প্রকল্পের মাধ্যমে রাষ্ট্র লাভবান না হলে সে প্রকল্প নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। এজন্য প্রকল্প শেষে এর ফলাফলের সাথে যাতে জনগণকে সম্পৃক্ত করা যায় সে বিষয়টি মাথায় রেখে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।”

আজ রাজধানীর মৎস্য ভবনে মৎস্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ২০২০-২১ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রকল্পসমূহের এপ্রিল, ২০২১ অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্য প্রদানকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সভায় প্রকল্প পরিচালকদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, “প্রকল্প পরিচালকদের আবশ্যিকভাবে প্রকল্প এলাকায় অবস্থান করে প্রকল্পের কাজ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় না থাকলে গুণগতমানের কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়না। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায় না। যেকোনো মূল্যে প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। অনিবার্য কারণে প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি করা হলেও অর্থ কোনোভাবেই বৃদ্ধি করা হবে না।”

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ, অতিরিক্ত সচিব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, সুবোল বোস মনি ও মোঃ তৌফিকুল আরিফ, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কাজী হাসান আহমেদ, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস্ আফরোজ, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব নীলুফা আক্তার, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ এবং পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি এর প্রতিনিধি সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মৎস্য উপখাতে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১৩টি, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৪টি, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৩টি এবং মন্ত্রণালয কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১টিসহ মোট ২১ টি প্রকল্পের এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এ প্রকল্পসমূহের এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৬৯ দশমিক ০২ শতাংশ, যেখানে জাতীয় গড় অগ্রগতি ৪৯ দশমিক ০৯ শতাংশ।

#

ইফতেখার/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪২৪

**প্রকল্পের ফলাফলের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে**

**-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, “গবেষণাধর্মী প্রকল্পের মাধ্যমে রাষ্ট্র লাভবান না হলে সে প্রকল্প নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। এজন্য প্রকল্প শেষে এর ফলাফলের সাথে যাতে জনগণকে সম্পৃক্ত করা যায় সে বিষয়টি মাথায় রেখে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।”

আজ রাজধানীর মৎস্য ভবনে মৎস্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ২০২০-২১ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রকল্পসমূহের এপ্রিল, ২০২১ অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্য প্রদানকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সভায় প্রকল্প পরিচালকদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, “প্রকল্প পরিচালকদের আবশ্যিকভাবে প্রকল্প এলাকায় অবস্থান করে প্রকল্পের কাজ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় না থাকলে গুণগতমানের কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়না। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায় না। যেকোনো মূল্যে প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। অনিবার্য কারণে প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি করা হলেও অর্থ কোনোভাবেই বৃদ্ধি করা হবে না।”

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ, অতিরিক্ত সচিব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, সুবোল বোস মনি ও মোঃ তৌফিকুল আরিফ, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কাজী হাসান আহমেদ, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস্ আফরোজ, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব নীলুফা আক্তার, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ এবং পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি এর প্রতিনিধি সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মৎস্য উপখাতে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১৩টি, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৪টি, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৩টি এবং মন্ত্রণালয কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১টিসহ মোট ২১ টি প্রকল্পের এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এ প্রকল্পসমূহের এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৬৯ দশমিক ০২ শতাংশ, যেখানে জাতীয় গড় অগ্রগতি ৪৯ দশমিক ০৯ শতাংশ।

#

ইফতেখার/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪২৩

‍‍‍‍**ঘূর্ণিঝড় ‘ইয়াস’ এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য কৃষি বিষয়ক বিশেষ পরামর্শ**

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) :

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে, বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত গভীর নিম্নচাপটি ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড় ‘ইয়াস’ এ পরিণত হয়েছে। এর প্রভাবে ২৫-২৭ মে ২০২১ বাংলাদেশের ৩০টি জেলায় ঝড়ো হাওয়াসহ হালকা থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। জেলাগুলো হচ্ছে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মাগুরা, মেহেরপুর, নড়াইল, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, শরীয়তপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া।

এ অবস্থায়, ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে ঘরে তোলার উপযোগী ফসলকে রক্ষার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিম্নলিখিত পরামর্শ প্রদান করেছে:

* বোরো ধান ৮০% পরিপক্ব হয়ে গেলে দ্রুত সংগ্রহ করে ফেলুন।
* সংগ্রহ করা ফসল পরিবহণ না করা গেলে মাঠে গাদা করে পলিথিন শিট দিয়ে ঢেকে রাখুন যেন ঝোড়ো হাওয়া ও ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ক্ষতি না হয়।
* দ্রুত পরিপক্ব সবজি ও ফল বিশেষ করে আম ও লিচু সংগ্রহ করে ফেলুন।
* সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।
* দণ্ডায়মান ফসলকে পানির স্রোত থেকে রক্ষার জন্য বোরো ধানের জমির আইল উঁচু করে দিন।
* নিষ্কাশন নালা পরিষ্কার রাখুন যেন জমিতে পানি জমে থাকতে না পারে।
* খামারজাত সকল পণ্য নিরাপদ স্থানে রাখুন।
* আখের ঝাড় বেঁধে দিন, কলা ও অন্যান্য উদ্যানতাত্বিক ফসল এবং সবজির জন্য খুঁটির ব্যবস্থা করুন।
* পুকুরের চারপাশ জাল দিয়ে ঘিরে দিন যেন ভারী বৃষ্টিপাতের পানিতে মাছ ভেসে না যায়।
* গবাদি পশু ও হাঁস মুরগী শুকনো ও নিরাপদ জায়গায় রাখুন।

#

কামরুল/পাশা/রফিকুল/রেজাউর/২০২১/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪২২

**ভূমিসংক্রান্ত যাবতীয় ফি অনলাইনে পরিশোধের**

**সুবিধা সংবলিত সিস্টেম স্থাপনে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর**

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) :

আজ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ভূমিসংক্রান্ত যাবতীয় ফি অনলাইনে পরিশোধের সুবিধা সংবলিত সিস্টেম (কাঠামো) স্থাপনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে পেমেন্ট গেটওয়ে চ্যানেল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান  উপায়, নগদ ও বিকাশ এবং ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি)-এর মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব প্রদীপ কুমার দাস এবং ইউসিবি-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরিফ কাদরি, উপায়-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইদুল এইচ খন্দকার, নগদ-এর প্রধান পরিচলন কর্মকর্তা আশিস চক্রবর্তী ও বিকাশ-এর মহাব্যবস্থাপক এস এম বেলাল আহমেদ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেন, অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর, মিউটেশন ফি, খতিয়ান ফিসহ যাবতীয় ফি পরিশোধের ব্যবস্থা স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো জনগণের দোরগোড়ায় ভূমিসেবা পৌঁছে দেওয়া। হিউম্যান-টু-হিউম্যান টাচ যত কমবে, দুর্নীতি তত কমে আসবে - তিনি যোগ করেন।

‘প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন স্বপ্ন নয় বাস্তব’ উল্লেখ করে ভূমিমন্ত্রী এসময় আরো বলেন, আমরা ভূমি সেক্টরে এমনভাবে 'সিস্টেমের' টেকসই পরিবর্তন করছি যেন দুর্নীতি করার সুযোগই না থাকে। তিনি এ সময় দক্ষ, স্বচ্ছ ও জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে ভূমি সচিব জানান অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর ও ফি প্রদানের সুবিধা পাওয়ার জন্য ভূমি মালিকদের বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এ জন্য একজন নাগরিককে প্রথমেই এলডি ট্যাক্স সিস্টেমে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে। অনলাইন পোর্টাল [land.gov.bd](http://land.gov.bd/) অথবা www.ldtax.gov.bd-এ ঢুকে এনআইডি ও মোবাইল ফোন নম্বর এবং জন্মতারিখ এন্ট্রি করার মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। এছাড়াও, কল সেন্টার নম্বর ৩৩৩ বা ১৬১২২- এ ফোন করে এনআইডি নম্বর, জন্মতারিখ এবং জমির তথ্য প্রদান করার করে কিংবা এনআইডি ব্যবহার করে যে কোন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার-এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। এ সময় ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ ও ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ মোস্তফা কামাল উপস্থিত ছিলেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ভূমি সংস্কার বোর্ড এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

#

নাহিয়ান/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪২১

‍‍‍‍**আইসিটি বিভাগের এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের মে  মাসের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন  পর্যালোচনা সভা আজ সভা বৈঠক প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক উক্ত সভায় অনলাইনে যুক্ত ছিলেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এম জিয়াউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরসহ বিভাগের অধীন বিভিন্ন সংস্থা প্রধানগণ এবং বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালকগণ অনলাইনে যুক্ত ছিলেন।

সভায় আইসিটি বিভাগের চলতি অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, মাসভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ এবং জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম, লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক রাজশাহী  (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, কালিয়াকৈর হাইটেক-পার্ক সহ অন্যান্য হাইটেক পার্ক উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন, বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো প্রকল্প, বিজিডি ই-গভ সার্ট এর সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প, লিভারেজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অফ দ্য আইটি-আইটি ইএস ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্প, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রকল্প, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন, ইনফো সরকার প্রকল্প, জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প,  মোবাইল গেইম অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্প, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করণ প্রকল্প, বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ইমেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন প্রকল্প, কানেক্টেড বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্প, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি স্থাপন ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসহ অন্যান্য সকল প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সংস্থা প্রধান ও প্রকল্প পরিচালকগণ নিজ নিজ প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও সর্বশেষ অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন। সভায় জানানো হয় আইসিটি বিভাগের অধীন সংস্থা ও প্রকল্পসমূহের ২২ মে পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৭২ দশমিক ৬৬ শতাংশ।

প্রতিমন্ত্রী  কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গুণগতমান বজায় রেখে দ্রুত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতি শতভাগ নিশ্চিত এবং যথাসময়ে কাজ শেষ করতে  প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রকল্প পরিচালকগণ প্রকল্পসমূহের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরে আইসিটি বিভাগের অধীন কারিগরিসহ মোট ২৮ টি প্রকল্পের জন্য আরএডিপিতে বরাদ্দ ৬৯৫ দশমিক ১০ কোটি টাকা।

#

শহিদুল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪২০

‍‍‍‍**ইসরায়েলের বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর নীতির একচুলও পরিবর্তন হয়নি**

**--তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ইসরায়েলের বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর নীতির একচুলও পরিবর্তন হয়নি।

আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে নিজ নির্বাচনী এলাকা রাঙ্গুনিয়া উপজেলা পরিষদের কাছে মন্ত্রীর পারিবারিক দাতব্য সংস্থা এনএনকে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে একটি লাশবাহী ফ্রিজার ভ্যান হস্তান্তর শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা জানান।

বাংলাদেশি পাসপোর্টের নতুন সংস্করণের ইসরায়েল ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞার কথাটি লেখা থাকছে না -এ বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘পাসপোর্টের এই পরিবর্তনটা ‘ইন্টারন্যাশনাল নর্মসে’র কারণে করা হয়েছে। কোনভাবেই এতে ইসরায়েলের উল্লসিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ ইসরায়েলের সাথে আমাদের কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। পাসপোর্টে লেখা থাকুক বা না থাকুক, বাংলাদেশিদের জন্য ইসরায়েল ভ্রমণ বন্ধ, একইসাথে ইসরায়েলের পাসপোর্ট নিয়ে কেউ বাংলাদেশে আসাটাও বন্ধ থাকবে।’

‘পৃথিবীর অনেক মুসলিম দেশের সাথে ইসরায়েলের কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই, কিন্তু আমাদের পাসপোর্টে যেটি উল্লেখ ছিল, তাদের পাসপোর্টে সেই কথাটি উল্লেখ নেই এবং তাদের নাগরিকরা সেই পাসপোর্ট নিয়ে ইসরায়েল ভ্রমণ না করে, জানান মন্ত্রী।

বাংলাদেশের কূটনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে এবং ইসরায়েলি আগ্রসনের মাধ্যমে মানবতার বিরুদ্ধে যে অপরাধ সংঘটিত হয়ে আসছে, সেটির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের যে অবস্থান তা একই জায়গায় আছে। বরং সম্প্রতি ইসরায়েলের পক্ষ থেকে যেভাবে হামলা পরিচালনা করা হয়েছে, তার ফলে সেই অবস্থান আরো সংহত হয়েছে, বাংলাদেশ এ হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছে।’

সাংবাদিকরা এসময় সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের জামিনকে বিএনপি’র মহাসচিব ‘ফরমায়েশি’ বলেছেন, এবিষয়টি তুলে ধরলে ড. হাছান বলেন, ‘বেগম রোজিনা ইসলাম গতকাল জামিনে মুক্তি পেয়েছেন এজন্য সাংবাদিক সমাজের সাথে আমি নিজেও সন্তোষ প্রকাশ করেছি। কিন্তু মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব যে বক্তব্য দিয়েছেন, তাতে মনে হচ্ছে রোজিনা ইসলামের মুক্তিতে মির্জা ফখরুলসহ বিএনপি খুশি হয়নি। বরং তারা চেয়েছিল রোজিনা ইসলাম আরো কিছুদিন কারাগারে থাক, তাহলে তাদের জন্য রাজনীতি করার সুযোগ হতো। সেজন্যই হয়তো তার জামিনে মির্জা ফখরুল সাহেব খুশি হতে পারেননি।’

এর আগে রাঙ্গুনিয়াবাসীর বিনামূল্যে ব্যবহারের জন্য লাশবাহী ফ্রিজার ভ্যান হস্তান্তর অনুষ্ঠানে অনলাইনে দেয়া বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, ‘রাঙ্গুনিয়াবাসীর জন্য এনএনকে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কয়েক বছর আগে একটি এবং সরকারের পক্ষ থেকেও তিন বছর আগে একটি এম্বুলেন্স দেয়া হয়েছিল। এ দুটি এম্বুলেন্সের মাধ্যমে রাঙ্গুনিয়াবাসী দিন-রাত্রি সেবা পাচ্ছে। আজ এনএনকে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে যে লাশবাহী ফ্রিজার ভ্যান উপজেলা পরিষদকে হস্তান্তর করা হলো, সেটিও লাশ বহন ও সংরক্ষণের সংকট নিরসনে সহায়ক হবে বলে আমি আশা করি। শুধু রাঙ্গুনিয়া নয়, আশেপাশের উপজেলাতেও এটি সেবা প্রদান করতে পারবে।’

রাঙ্গুনিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বজন কুমার তালুকদার, ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মাসুদুর রহমান প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪১৯

‍‍‍‍**ঘূর্ণিঝড় ‘ইয়াস’ মোকাবিলায় সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে**

**-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**  
ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা: মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, ঘূর্ণিঝড় ‘ইয়াস’ মোকাবিলায় সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন ‘পুলিশ, আনসার, বিজিবি, সিপিপি (ঘূর্নিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি)'র ভলান্টিয়ারসহ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রস্তুত আছেন। নির্দেশনার ভিত্তিতে কাজ করবেন তারা।   
  
 প্রতিমন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি বিষয়ক সভায় সভাপতিত্বকালে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ‘ইয়াস’ এর বর্তমান গতিপথ অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ উপকূলে আঘাত হানার আশঙ্কা খুবই কম। তবে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে দেশে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে। তিনি বলেন, আল্লাহ এখনও আমাদের অনেকটা টেনশনমুক্ত রেখেছেন। নিম্নচাপটি সকাল ৬টায় ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়েছে।  এটি এখনও অতটা শক্তিশালী হতে পারেনি। ঘূর্ণিঝড়টি ভারতের উড়িষ্যা উপকূল থেকে ৫০০ কিলোমিটার এবং বাংলাদেশের উপকূল থেকে ৬০৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে’ ।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ‘ঘূর্ণিঝড় ইয়াস’কে আমরা কঠোর পর্যবেক্ষণে রেখেছি। যদি কোনো কারণে এটি দিক পরিবর্তন করে তাহলে আমরা আমাদের জনগণকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাবো। আশ্রয় কেন্দ্রগুলোকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। জনগণকেও প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

এসময় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আতিকুল ইসলাম, সিপিপি'(ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি)'র পরিচালক আহমেদুল হক এবং আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক শামসুদ্দিন আহমেদসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন ।

#

সেলিম/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/মাসুম/২০২১/১৪০০ ঘণ্টা

Handout Number:2418

**Ban on Travel of Bangladeshi Passport Holders to Israel Unchanged**

**-Ministry of Foreign Affairs**

Dhaka, (23 May):

The attention of the Ministry of Foreign Affairs has recently been drawn to a twitter issued from the Ministry of Foreign Affairs of Israel welcoming removal of ban on travel to Israel on E-passports being issued by Bangladesh. The confusion appears to have emanated from the new booklets of E-passports which does not contain the observation “all countries excepting Israel”.

The removal of the observation has been done to maintain international standard of Bangladeshi e-passports and does not imply any change of Bangladesh’s foreign policy towards the Middle East. The ban on travel of Bangladeshi passport holders to Israel remains unchanged. The Government of Bangladesh has not deviated from its position on Israel and Bangladesh remains firm on its longstanding position in this regard.

The Government of Bangladesh has condemned the recent atrocities inflicted upon the civilians by the occupation forces of Israel in al-Aqsa mosque compound and at Gaza.  Bangladesh reiterates its principled position concerning the two-State Solution of the Palestine-Israel conflict in light of the UN resolutions recognizing pre-1967 borders and East Jerusalem as the capital of the State of Palestine. 

Tohidul/Parikshit/Masum/2021/1541 Our

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪১৭

**অধ্যাপক জিল্লুর রহমান খানের মৃত্যুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক**

সিলেট, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) :

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. জিল্লুর রহমান খানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন।

এক শোক বার্তায় ড. মোমেন বলেন, ড. জিল্লুর রহমান খানের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে লেখালেখির মাধ্যমে এবং বহুবিধ পেশাগত সম্মেলনে। যদিও অনেক সময় আমাদের বিশ্লেষণে ভিন্নতা থাকতো, তবে তিনি সবসময় ছিলেন গুণগ্রাহী ও অমায়িক। জিল্লুর রহমান ছিলেন সত্যিকারভাবেই একজন স্বার্থক শিক্ষাবিদ। তিনি অত্যন্ত সুনামের সাথে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সমিতির সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। ড. জিল্লুর রহমান খানের মৃত্যুতে আমরা একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে হারালাম।

ড. মোমেন মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

তৌহিদুল/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/মাসুম/২০২১/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪১৬

**সিলেটের চার জেলায় এ পর্যন্ত ৩০ লাখের বেশি মানুষ ত্রাণ পেয়েছে**

সিলেট, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) :

সিলেট বিভাগে করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবিলায় সরকারের মানবিক কর্মসূচির আওতায় ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সিলেটের চার জেলায়এ পর্যন্ত ৩০ লাখ ২১ হাজার ৪৫ লাখ মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছেছে।

সিলেট বিভাগের আওতাধীন সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ শাখা হতে পাঠানো পৃথক বিবরণীতে এ সংক্রান্ত তথ্য জানানো হয়েছে।

সিলেট জেলায় ত্রাণ সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৯৮ লাখ ৯৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ২ কোটি ৬৭ লাখ ৪৬ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগীর সংখ্যা ৫৩ হাজার ২৮৭টি পরিবারের ২ লাখ ৫৬ হাজার ৩২২ জন। সিলেট মহানগর এলাকার জন্য ত্রাণ হিসেবে বরাদ্দকৃত ১০ লাখ টাকা ৫০০টি পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। উপকারভোগীর সংখ্যা ৫,০০০জন। এ জেলায় ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) হিসেবে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৮৬ লাখ ৭৩ হাজার ১শত টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ২ কোটি ৮৬ লাখ ৭৩ হাজার ১শত টাকা। এতে উপকারভোগী ৬৩ হাজার ৭১৮টি পরিবারের ২ লাখ ৯৯ হাজার ৩৭২ জন মানুষ।

সিলেট জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত নগদ ২৮ লাখ টাকা বিতরণ প্রক্রিয়াধীন আছে।সিলেট জেলায় গো খাদ্য বাবদ বরাদ্দকৃত নগদ ১৩ লাখ টাকা বিতরণ প্রক্রিয়াধীণ।

হবিগঞ্জ জেলায় ত্রাণ সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৫১ লাখ ১৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ২ কোটি ১১ লাখ ৭০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগীর সংখ্যা ৪১ হাজার ২১২টি পরিবারের ১ লাখ ৯২ হাজার ৫৩৮ জন মানুষ। এ জেলায় ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) হিসেবে বরাদ্দকৃত ৬ কোটি ১৭ লাখ ৪৪ হাজার ৫০ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ৬ কোটি ১৪ লাখ ৯৫ হাজার ২০০ টাকা। ১ লাখ ৩৬ হাজার ৬৫৬টি পরিবারের ৬ লাখ ১৯ হাজার ৩৪৩ জন মানুষের মধ্যে এ অর্থ বিতরণ করা হয়। এছাড়া হবিগঞ্জ জেলায় শিশু খাদ্য হিসেবে বরাদ্দকৃত ৯ লাখ টাকা বিতরণ প্রক্রিয়াধীন ।

সুনামগঞ্জ জেলায় ত্রাণ সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ২২ লাখ ১৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ২ কোটি ৬১ লাখ ৩০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগীর সংখ্যা ৪৯ হাজার ৩২০টি পরিবারের ২ লাখ ৪৬ হাজার ৬০০জন মানুষ। এ জেলায় ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) হিসেবে বরাদ্দকৃত ৭ কোটি ১৬ লাখ ৯৮ হাজার ৯৫০ টাকার পুরোটাই বিতরণ করা হয়েছে। উপকারভোগী পরিবার ১,৫৯,৩৩১টি। উপকারভোগীর সংখ্যা ৭,৯৬,৬৫৫জন। এছাড়া শিশু খাদ্য হিসেবে ১১ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। বরাদ্দকৃত টাকা ২ হাজার ২শটি পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়। উপকারভোগী শিশু ২ হাজার ২শ জন। গোখাদ্য হিসেবে বরাদ্দকৃত ১১ লাখ টাকা বিতরণ প্রক্রিয়াধীন।

মৌলভীবাজার জেলায় ত্রাণ সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত ৪ কোটি ৭ লাখ ৩০ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ২ কোটি ১৩ লাখ ৯৫ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগীর সংখ্যা ৪২ হাজার ৭৯০টি পরিবারের ২ লাখ ১৩ হাজার ৯৫০ জন। এ জেলায় ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) হিসেবে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ৫৬ লাখ ৬৩ হাজার ৮৫০ টাকার মধ্যে পুরোটাই বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগী ৭৯ হাজার ২৫৩টি পরিবারের ৩ লাখ ৯৬ হাজার ২৬৫ জন। এছাড়া শিশুখাদ্য হিসেবে বরাদ্দকৃত ৭ লাখ টাকার পুরোটাই বিতরণ করা হয়েছে। গোখাদ্য হিসেবে বরাদ্দকৃত ৭ লাখ টাকার পুরোটাই বিতরণ করা হয়েছে ।

#

উজ্জল/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/মাসুম/২০২১/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪১৫

**সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেলে ১০ হাজার লিটার অক্সিজেন প্ল্যান্ট হবে**

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) :

বর্তমান করোনা মহামারি মোকাবিলায় সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিরবচ্ছিন্ন অক্সিজেন সরবরাহ বজায় রাখার জন্য ১০ হাজার লিটার অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া এ হাসপাতালকে ৯০০ থেকে ২০০০ বেডে উন্নীতকরণেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সভাপতিত্বে গতকাল ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির ৬ষ্ঠ সভায় এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

এসময় সিলেটের শাহী ঈদগাহ সংলগ্ন সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল চত্বরে এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ২য় ইউনিট স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর স্থান পরিদর্শন করে ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে বলে সভায় জানানো হয়।

সভায় এ হাসপাতালের সরকারি অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারকে উৎসাহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সাতটি অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে। বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্সের তুলনায় এ হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সের খরচ অনেক কম। স্বল্পমূল্যের সরকারি অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারের সুযোগের বিষয়টি সাধারণ মানুষ জানে না । এছাড়া হাসপাতাল চত্বরে একইসাথে ৫টির বেশি বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স না রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এসময় ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সহধর্মিণী ও এ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সেলিনা মোমেন, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী, সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশ কমিশনার, সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পরিচালক এবং এ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিব।

#

তৌহিদুল/পরীক্ষিৎ/নাইচ/সুবর্ণা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪১৪

**নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সরকার নিরলস কাজ করছে**

**-কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) :

  কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, সবার জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিসম্মত খাদ্য নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। ইতোমধ্যে দেশে উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা (জিএপি) প্রণীত হয়েছে; যা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। এই নীতিমালার আওতায় উত্তম কৃষি চর্চার ক্যাটাগরি, সাটিফিকেশন, টেস্টিং, মনিটরিং, রিপোর্টিং ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা থাকবে। এর মাধ্যমে ট্রেসেবিলিটি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এছাড়া, ফলমূল ও শাকসবজির বিদেশে রফতানি বাড়াতে সার্টিফিকেশন সিস্টেম উন্নত করা, পূর্বাচলে অ্যাক্রিডিটেড ল্যাব প্রতিষ্ঠা, শ্যামপুরে প্যাকেজিং ও প্রসেসিং কেন্দ্রের আধুনিকায়ন, বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ওয়াসিং ফেসিলিটিসহ ভ্যাকুয়াম হিট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ হাতে নেয়া হচ্ছে।

কৃষিমন্ত্রী সোমবার মন্ত্রণালয়ের অফিস কক্ষ থেকে অনলাইনে সার্ক কৃষি কেন্দ্র (এসএসি) আয়োজিত এবং কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (কিউসিআই) এর সহযোগিতায় দুইদিন ব্যাপী ‘ফলমূল ও শাকসবজির সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া ও গ্যাপ (GAP) শনাক্তকরণ’ শীর্ষক আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

ড. রাজ্জাক বলেন, সার্কভুক্ত দেশসমূহে খাদ্য উৎপাদনে প্রশংসনীয় অগ্রগতি হয়েছে। তবে পুষ্টিকর খাবারে মানুষের কম প্রবেশযোগ্যতা এখনও উদ্বেগের কারণ হিসাবে অব্যাহত রয়েছে। অনেকক্ষেত্রে অপুষ্টি এখনও প্রবল আকারে রয়ে গেছে। এ পরিস্থিতিতে, ফলমূল ও শাকসবজি পুষ্টি চাহিদা পূরণে সবচেয়ে সহায়ক হতে পারে। সার্কভুক্ত দেশসমূহের যৌথ প্রচেষ্টা, উত্তম কৃষি চর্চা (গ্যাপ) বিষয়ে জ্ঞান বিনিময় ও সহযোগিতা গ্যাপ নীতিমালা সফলভাবে বাস্তবায়নে এবং সার্কভুক্ত দেশসমূহের বাণিজ্য বাধা দূর করতে সহায়ক হবে।

এ ধরণের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা  সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে সহযোগিতার বন্ধনকে আরও  দৃঢ় করবে বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সার্ক কৃষি কেন্দ্রের পরিচালক ড. মো: বক্তীয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে ভারতের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এগ্রিকালচার কমিশনার ড. এসকে মালহোত্রা, ভুটানের কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব দাশো রিনঝিন দর্জি ও সার্ক কৃষি কেন্দ্রের সিনিয়র প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট (উদ্যানতত্ত্ব) ড. নাসরিন সুলতানা বক্তব্য রাখেন। এসময় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: আসাদুল্লাহ ও বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার উপস্থিত ছিলেন।

সার্কের ৫টি আঞ্চলিক সংস্থার মধ্যে সার্ক কৃষি কেন্দ্র (এসএসি) একটি অন্যতম আঞ্চলিক সংস্থা। বাংলাদেশে অবস্থিত এই কৃষি কেন্দ্রটি দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে কৃষি বিষয়ক প্রধান সমস্যা শনাক্তকরণ, নীতিমালা নির্ধারণ, ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা ও মানবসম্পদ বিকাশে কাজ করে আসছে। এসএসি আয়োজিত দুদিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী সার্কভুক্ত আটটি দেশ থেকে অংশ্রগ্রহণ করেন। এছাড়াও, আট দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে খ্যাতিমান প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

#

কামরুল/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/মাসুম/২০২১/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪১৩

**গভীর নিম্নচাপটি  ঘূর্ণিঝড় ‘ইয়াস’-এ পরিণত**

সমুদ্র বন্দরগুলোতে দুই নম্বর সংকেত

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) :

পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত গভীর নিম্নচাপটি ঘণীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড় ‘ইয়াস’-এ পরিণত হয়েছে ।

বর্তমানে এটি চট্টগ্রাম থেকে  ৬৭৫ কিমি, কক্সবাজার থেকে ৬০৫ কিমি, মোংলা থেকে ৬৫০ কিমি এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ৬০৫ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করছে।

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ১ নম্বর দূরবর্তী সতর্ক সংকেত নামিয়ে ২ নম্বর দূরবর্তী হুশিয়ারি সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সমুদ্রে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারগুলোকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে চলাচল করতে বলা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় থেকে আজ  সকালে এ তথ্য জানানো হয়।

#

পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/মাসুম/২০২১/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪১১

**জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকীতে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৫ মে, ১১ জ্যৈষ্ঠ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২২তম জন্মবার্ষিকীতে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

বাংলা সাহিত্য-সংগীতে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর লেখায় অন্যায়, অসত্য, নির্যাতন, পরাধীনতার গ্লানি ও শৃঙ্খলা মোচনের দীপ্ত উচ্চারণ যুগ যুগ ধরে মানুষকে সাহসী হওয়ার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। নজরুলের বলিষ্ঠ লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে পরাধীনতা, সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ় অবস্থান। ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি গেয়েছেন মানবতার জয়গান। পাশাপাশি তাঁর রচিত গজল, রাগ-রাগিণী আজও মানব হৃদয়কে দোলা দেয়। নজরুল কেবল সংগ্রাম ও সাম্যের কবি নন, তারুণ্য ও যৌবনের কবি, জাতীয় জাগরণের কবি। তিনি হিন্দু-মুসলিমকে এক সুতোয় সম্প্রীতির বাহুডোরে বাঁধতে চেয়েছিলেন। তাইতো কবির কণ্ঠে সচকিত উচ্চারণ, ‘মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান, মুসলিম তার নয়ন-মণি হিন্দু তাহার প্রাণ।’

কবি নজরুল ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। যেখানেই অন্যায়-অবিচার, সেখানেই কবির কলম হয়ে উঠেছে খাপছাড়া তলোয়ার। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে যখন নজরুলের শৈশব, কৈশোর অতিক্রান্ত হচ্ছিল উপমহাদেশে তখন স্বাধীনতা আন্দোলন ও ব্রিটিশ শাসনবিরোধী সংগ্রাম চলছিল। ১৯২২ সালে ধূমকেতু পত্রিকাতেই নজরুল প্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন। নজরুলের লেখনী থেকেই আমরা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং বাঙালির মুক্তিযুদ্ধসহ প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে অনুপ্রেরণা পেয়েছি। ১৯৭১ এর রণাঙ্গনে নজরুলের গান, কবিতা ও নাটক আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নজরুলের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তাঁকে সপরিবারে বাংলাদেশে এনে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। নজরুল যে অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন, তা বাস্তবায়নে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। আমাদের কর্ম, চিন্তা ও মননে নজরুলের অবিনশ্বর উপস্থিতি বাঙালি জাতির প্রাণশক্তিকে চিরকাল জাগরিত রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/মাসুম/২০২১/১১৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪১২

**জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৫ মে, ১১ জ্যৈষ্ঠ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর অম্লান স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

জাতীয় জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ কবি নজরুল শুধু একজন কবি, সাহিত্যিক বা সংগীতজ্ঞই নন, তিনি ছিলেন বাঙালি জাতির রাজনৈতিক মুক্তি-সংগ্রামের অকুতোভয় সৈনিক। অসামান্য ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কবি নজরুলের আজীবন সাধনা ছিলো সমাজের শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি এবং মানুষের সামাজিক মর্যাদার স্বীকৃতি অর্জন। তাঁর সাহিত্যকর্মে উচ্চারিত হয়েছে পরাধীনতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের বাণী।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় কবির জীবনাদর্শ একই দর্শনের ধারাবাহিক রুপ। তিনিও দেশের জন্য, জাতির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন এবং দীর্ঘদিনের জন্য কারাবরণ পর্যন্ত করেছেন। মহান মানবতাবাদী কবি নজরুলের সংগ্রামশীল জীবন এবং তাঁর অবিনাশী রচনাবলী জাতির জন্য অন্তহীন প্রেরণার উৎস।

কবি নজরুলের সাহিত্য ও সংগীত শোষণ, বঞ্চনা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে মুক্তিরও দীক্ষা স্বরূপ। তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর স্ফুলিঙ্গ যেমন ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলো, তেমনি তাঁর বাণী ও সুরের অমিয় ঝর্ণাধারা সিঞ্চিত করেছে বাঙালির হৃদয়কে। তিনি প্রকৃতই প্রেমের এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার কবি। ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে মানবতার জয়গান গেয়েছেন, নারীর অধিকারকে করেছেন সমুন্নত। তিনিই প্রথম বাঙালি কবি যিনি ব্রিটিশ অধীনতা থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য স্বরাজের পরিবর্তে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। সকল জাতি, ধর্ম ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সাহসের প্রতীক। কবি নজরুল তাঁর প্রত্যয়ী ও বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে এদেশের মানুষকে মুক্তি সংগ্রামে অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপ্ত করেছিলেন। তাঁর গান ও কবিতা সব সময় যে কোনো স্বাধীনতা আন্দোলনে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। নজরুল সাহিত্যের বিচিত্রমুখী সৃষ্টিশীলতা আমাদের জাতীয় জীবনে এখনো প্রাসঙ্গিক।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে কবি নজরুলকে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে আনা হয়। পরে তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা দেওয়া হয়। নজরুল যে অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন তারই প্রতিফলন আমরা পাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সংগ্রাম ও কর্মে। বিদ্রোহী কবির জীবনাদর্শ অনুসরণ করে একটি অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, শান্তিপূর্ণ, সুখী-সমৃদ্ধ ও আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

আমি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/মাসুম/২০২১/১১৫৫ ঘণ্টা